ঢাকা, মঙ্গলবার ৭ বৈশাখ ১৪১৭, ২০ এপ্রিল ২০১০ নয়া দিগন্ত

২ লাখ ৩০ হাজার টাকার প্যাকেজ ঘোষণা

হজ এজেন্সিগুলোর ১৮ দফা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

হজের টাকা জমা দেয়ার সময় বৃদ্ধি, মক্কায় একই বাড়িতে হাজীদের রাখার শর্ত বাতিল, সব এয়ালাইন্সকে হজযাত্রী পরিবহনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়াসহ ১৮ দফা দাবি জানিয়েছে হজ এজেন্সিগুলোর সংগঠন হাব। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ প্যাকেজ রেট ঘোষণা উপলক্ষে রাজধানীতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে গতকাল সরকারের প্রতি এসব দাবি জানানো হয়।

সরকার ঘোষিত হজ প্যাকেজ রেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হাব এ বছর বেসরকারি এজেন্সিগুলোর জন্য সর্বনিম্ন দুই লাখ ৩০ হাজার টাকার হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এতে কুরবানির ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কোনো এজেন্সি এর কম রেটে কোনো প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে না। তবে হাজীদের দেয়া সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী প্রত্যেক এজেন্সি এর চেয়ে বেশি রেটে সর্বোচ্চ দু'টি প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে।

সংবাদ সম্মেলনে হাবের সভাপতি ইব্রাহিম বাহার এই প্যাকেজ ঘোষণা দেন। এ সময় হাব'র মহাসচিব এম এ রশিদ শাহ সম্রাটসহ অন্যান্য নেতা উপস্থিত ■ *৫ম পৃ: ৫-এর কলামে*

হজ এজেন্সিগুলোর ১৮ দফা দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনের আগে হাব'র অতিরিক্ত সাধারণ সভায় ওই হজ প্যাকেজ রেট ও দাবিগুলো চূড়ান্ত করা হয়।

হাব সভাপতি সরকারের প্রতি ১৮ দফা দাবি পেশ করেন। তিনি হজের টাকা তথা মোয়াল্লেম ফি জমা দেয়ার তারিখ ২২ জুন থেকে পরিবর্তন করে ২২ জুলাই করার দাবি জানান। এ ছাড়া মক্কায় ফেতরা পদ্ধতি তথা হাজীদের প্রথম দিকে হারাম শরীফের নিকটবর্তী ভালো বাড়িতে রাখা এবং শেষের দিকে কিছুটা দূরে রাখার যে রেওয়াজ এজেন্সিগুলো অনুসরণ করে আসছিল তা আবার চালুর দাবি জানান। তিনি বলেন, এতে হাজীরাই বেশি উপকৃত হন। কারণ তারা অন্তত ১৫ দিন হারাম শরীফের একেবারে কাছে অবস্থান করে নামাজ আদায় করতে পারেন। সরকারের সাথে এজেন্সিগুলোর চুক্তি সম্পাদনের সময় বাড়ানোর দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, এখনো হজ লাইসেন্স নবায়নের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় এই সময়সীমা নির্ধারণ বাস্তবসম্মত হয়নি।

অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে– ২০০৭ সালে অভিযুক্ত ৬২ হজ এজেন্সিকে চূড়ান্তভাবে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে হজ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দান, বিমানের নিট ফেয়ারের পরিবর্তে গ্রস ফেয়ার ঘোষণা, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের অভিন্ন বিমান ভাড়া নির্ধারণ করে বিমান ভাড়া বৈষম্য দূর করা, ১ জুনের আগে হজ ফ্লাইট শিডিউল ঘোষণা, সব এজেন্সির জন্য কমপক্ষে ছয় মাসের সৌদি মাল্টিপল ভিজিট ভিসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, হজ ফ্লাইটের শিডিউলের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩৫ দিন ধার্য করা, মদিনার বাড়ি ভাড়ার তারিখ অনুযায়ী বিমানের আসন বণ্টনের ব্যবস্থা করা ও ২০০৯ সালে অভিযুক্ত এজেন্সিগুলোর বিষয় নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান।

হাব সভাপতি সরকারি প্যাকেজে হাজীদের এক হাজার ৭০০ থেকে এক হাজার ৮০০ মিটার দূরত্বে আবাসনের ব্যবস্থা করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ হাজীই বৃদ্ধ বয়সে হজ করেন সেহেতু প্রায় দুই কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে হারাম শরীফে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। এর ফলে হাজীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিতে পারে। তিনি বলেন, সৌদি সরকার যেখানে প্রতি ১০০ জন হাজীর জন্য একজন গাইডের বিধান করেছে সেখানে সরকারি হজ প্যাকেজে প্রতি ৬০ জনের জন্য একজন গাইড নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। তিনি হজ ব্যবস্থাপনার সবক্ষেত্রে হাবকে সম্পৃক্ত করে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার সরকারি হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এবার কুরবানির টাকা ছাড়া হজের মোট ব্যয় ধরা হয় দুই লাখ ২৮ হাজার ৬১৫ টাকা। আগামী ২২ জুন টাকা জমা দেয়ার শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়। এ বছর বাংলাদেশ থেকে মোট ৭৫ হাজার হজযাত্রী যাওয়ার চুক্তি হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৫ হাজার এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৬০ হাজার যাওয়ার কথা। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৭ নভেম্বর পবিত্র হজ পালিত হবে।